নদীর বিদ্রোহ : একটি পর্যবেক্ষণ

পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

মেরে কেটে দু'পৃষ্ঠা। মন হয় যেন এক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো একুশ শতকের ব্যস্ততাময় জীবনের পাঠকের কথা চিন্তা করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ছোট আকারে গল্পটাকে স্ট্রাকচারালাইজ করেছেন। গঠন শৈলীর দিক হতে 'নদীর বিদ্রোহ' কে দেখলে কেমন জানি না গ্রীক ভাস্কর্যের কথা মনে হয়। গ্রীক ভস্কর্যের প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদাভাবে যেমন ত্রুটিহীন, অপূর্ব ও সুন্দর, ঠিক তেমনি ঐ অংশগুলোকে একত্রিত করে যখন সামগ্রিকভাবে দেখা হয়, তখনও তা সমানভাবে সুন্দর ও ত্রুটিহীন। লক্ষ্য করলে দেখবো 'নদীর বিদ্রোহ' তার সামগ্রিক সম্পূর্ণতা পেয়েছে ছোট বড় মোট ১৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরের স্তবকের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি 'নদীর বিদ্রোহে'র প্রতিটি অনুচ্ছেদে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণপ্রত্যাশিত এবং আমাদের বিশেষ লক্ষের দাবীদার; আবার একই সাথে সমস্ত অনুচ্ছেদগুলো মালায় গাঁথা ফুলের মতো একের সথে অন্য জড়িয়ে এক শৈল্পিক সামগ্রিকভাবের সৃষ্টি করে। এক অনুচ্ছেদ অর্থের প্রবহমানতা বজায় রেখে নিয়ে যায় পরের অনুচ্ছেদে সিঁড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দ পায়ে ওপরে ওঠার মতো।

একটা গল্প থাকতেই হবে। এমন কথা ছোটগল্প মাথার দিব্য দিয়ে বলে নি। কিন্তু কোন ছোটগল্পে কাহিনী বিন্যাস গড়িয়ে গড়িয়ে যদি একটা নিটোল গল্প গড়ে তোলে, আমাদের ভালো লাগে। 'নদীর বিদ্রোহ' ছোট হলেও আমাদের একটা গল্প উপহার দিয়েছে। প্রথমে সেটার কথা বলি। ত্রিশ বছরের নদেরচাঁদ গত চার বছর ধরে অখ্যাত এক ছোট রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার। ছেলে বেলা থেকেই নদীর প্রতি তার এক অস্বাভাবিক টান। এ টান গড়ে উঠেছে শৈশব হতে বড় হওয়া পর্যন্ত বাড়ীর কাছাকাছি এক ক্ষীণধারা নদীর সাথে গভীর সংস্পর্শে। নদেরচাঁদ রেলস্টেশন হতে এক মাইল দূরে রেলব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর রূপ দ্যাখে নিত্যনৈমিত্তিক বারমাস। মুসল ধারায় দীর্ঘবর্ষনের কারণে গত পাঁচদিন তার নদীর রূপ দেখা হয় নি। বৃষ্টি থামতেই মেঘেঢাকা বিকেলবেলায় সে সহকারীকে ডিউটি হ্যান্ডওভার করে ব্রিজের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদীর উথাল-পাতাল ঢেউ দেখে নদেরচাঁদ বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গ্যাছে এবং পকেট থেকে কাগজ বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নদীর প্রবল স্রোতে ছুঁড়ে দিয়ে নিমেষে সেই টুকরোগুলো উধাও হয়ে গেছে , সন্তর্পনে ব্রিজ থেকে নেমে লাইন ধরে স্টেশনের দিকে আনমনে আসার সময় পিছন থেকে আসা এক ট্রেনে কাটা পড়ে নিমাইচাঁদের জীবনান্ত ঘটেছে।

সমগ্র গল্পে প্রারম্ভিক চারলাইনের এক বিশিষ্টতা আছে যা আমাদের নজর না টেনে পারে না। 'কথোপকথনের ছক' যা অন্যত্র অনুপস্তিত, তা এখান উপস্থিত অবধারিতভাবে গল্পটাকে সামনে ঠেলে দেওয়ার জন্য, গল্পের শেষ বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। প্রথম অনুচ্ছেদ অন্যান্য অনুচ্ছেদের মত informative এবং ব্যঞ্জনাময়। শুরুতেই আমরা জানতে পারি এই অখ্যাত ছোট স্টেশনে বিকেল ৪টা ৪৫ মিঃ একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসে ও যায়। আরও জানতে পারি স্টেশনমাস্টার নদেরচাঁদের একজন সহকারী আছে দিনরাত ২৪ ঘন্টায় ঐ স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলাচলের হ্যাফা সমালোচনায় তাকে সাহায্য করার জন্য। এটাও জানতে পারি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে যাওয়ার পর থেকে সেদিনের বাকি সময় সহকারীই স্টেশনে কাজ চালাবে নদেরচাঁদের reliever হিসাবে। কথোপকথন আরো স্পষ্ট করে দেয় যে সহকারীটি মিতভাষী, বিনয়ী এবং কনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুগত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেরে বিয়োগান্তক শেষ পর্যন্ত, যাকে আমরা নদেরচাঁদের প্রেক্ষিতে fatalistic end বলতে পারি, গোটা গল্পটারই বিধাতাসম নিয়ন্ত্রক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখক খোলে যে বোল তুললেন, সমগ্র গল্পে তার যথাযথ ধরতাই রেখে গেলেন। এই অনুচ্ছেদে প্রথম দুটো বাক্য 'নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষন থামিয়াছে নিতান্তই informative। কিন্তু তারপরের ছোট বাক্য 'পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই' তেই মানিকবাবু গোটা গল্পে মনস্তাত্বিক যে জাল ছড়িয়েছেন এবং শৈল্পিক দক্ষতায় আবার গুটিয়ে নিয়েছেন, তার সূচনা ঘটিয়েছেন। ব্রিজের নিচে বয়ে যাওয়া নদীর প্রতি নদেরচাঁদের দুর্বার আকর্ষণের আভাষ আছে 'ব্রিজের একপাশে আজ চুপচাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না' কথায়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' এর নায়কের নদীর প্রতি বা 'Riders to the Sea' এর বিধবা মায়ের কনিষ্ঠপুত্রের সমুদ্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং কোন প্রশ্ন উদ্রেক করে না। নদী বা সমুদ্রের ধারে যাদের বেড়ে ওঠা, জলই যাদের প্রাত্যহিক জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, তাদের পক্ষে নদী বা সমুদ্র নিয়ে আদিখ্যেতা সাজে। নদেরচাঁদের পারিবারিক জীবিকার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। ত্রিশ বছর বয়সের নদেরচাঁদ, যে কিনা দিনরাত মেল, প্যাসেঞ্জার, মালগাড়ি ঐ ছোট স্টেশনের ওপর দিয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রন করে তারপক্ষে নদীর প্রতি এই টান যে বিসদৃশভাবে বেমানান, মানকবাবু সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাই মানিকবাবু লেখেন : 'নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না।' এখানেই শেষ নয়, নদেরচাঁদের এই অস্বাভাবিক কার্যকারণের জন্য লেখককে জোরালো সাফাইও গাইতে হয় মানিকবাবু আমাদের জানান নদের চাঁদ জন্ম থেকে প্রথমযৌবন অবধি নদীর ধারে বড় হয়ে উঠেছে। সেই ক্ষীণধারা নদীরটির প্রতি ভালবাসা থেকেই পরবর্তীকালীন যে কোন নদীর প্রতি তার এক অবিশ্লেষনীয় টান।

তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে ঘটনার কোন অগ্রগমন ছিল না, পঞ্চমে এসে ঘটনার রশি দীর্ঘায়িত হতে শুরু করেছে। ব্রিজের নিচের পাঁচদিনের বর্ষনপুষ্ট নদীকে পূর্ণযৌবনা নারীর সাথে তুলনা করে এক উচ্ছলময়ী স্রোতস্বিনীকে দেখবে এই কল্পনায় নদেরচাঁদ ব্রিজে আসে পর্যন্ত পথে আনন্দে শিহরিত হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট বসবার জায়গায় পৌঁছে নদীর দিকে তাকিয়ে ভয়ে, বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছে নদেরচাঁদ। উগ্রচন্ডা, বিশ্বত্রাসিনী মূর্তি এ নদীর। স্রোতের জলে প্রবলবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে ধেয়ে চলেছে। 'আজ যেন নদী খেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিলজল, ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনোচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।' ফেনোচ্ছল নদীর জল দেখে নদেরচাঁদের আমোদ হয়েছে এবং নদীর সাথে খেলার

বাসনায় পকেটে রাখা এক পুরানো চিঠি নিচে স্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে যা নিমেষে চোখের অন্তরাল হয়ে গিয়েছে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে নদেরচাঁদের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে আভাসে কিছু Exposition আছে, যা নদেরচাঁদের জীবনের স্বাভাবিকতারই দ্যোতক এবং একই সাথে নদীর প্রতি তার টান যে সবার উপরে তারও স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। কর্মব্যপদেশে পত্নীসঙ্গ বিচ্ছিন্ন ত্রিশ বছরের নদেরচাঁদের বর্ষনমুখর দিনে বিরহজ্বালা ভুলবার জন্য পত্নীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ চিঠি লেখা নিতান্তই স্বাভাবিক। জানি না সে চিঠি 'ভরা বাদর, মাহভাদর শূন্য মন্দির মোর' দিয়ে শুরু হয়েছিল কিনা। কিন্তু স্রোতে কাগজ ফেলার যে খেলা, সেই খেলার মত্ততায় পত্নীসকাশে লেখা অনেক পৃষ্ঠা ব্যাপী চিঠি জলাঞ্জলি দিয়েছে নদেরচাঁদ এবং এর মারফৎ এই বার্তাই আমাদের কাছে পৌঁছোয় যে নদেরচাঁদের কাছে পত্নীপ্রেমের চেয়েও নদীর টান বেশি।

সপ্তম অনুচ্ছেদে ব্রিজের নির্দিষ্টস্থানে উপবিষ্ট বর্ষনসিক্ত নদেরচাঁদ অবসিত গোধূলিতে ক্ষীণআলোয় ব্রিজের নিচে নদীর ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে এবং তার ততোধিক ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণে এক ভাষাহীন শঙ্কায় জারিত হয়েছে। আনন্দের ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত, তার বদলে নদেরচাঁদের মনে হয়েছে 'এ নহে মালা, এ নহে থালা, এ নহে গন্ধঝারি/ এ যে তোমার ভীষণ তরবারি।'

পরের অনুচ্ছেদে লাইন ধরে ফিরতিপথে নদেরচাঁদকে এ বিশেষ চিন্তায় আবিষ্ট হতে দেখেছি আমরা। নদীর এই উন্মত্তরূপ দেখে তার মনে হয়েছে এ হোল চুন, সুরকি, ইট দিয়ে তৈরী ব্রিজের সরু ফাটলে নদীকে বাঁধবার মানুষের অন্যায় চেষ্টার এক সোচ্চার প্রতিবাদ। নদের চাঁদের আরো মনে হয়েছে ব্রিজের মাধ্যমে মানুষ নদীর সাথে এক আপোষহীন দ্বৈরথে অবতীর্ণ। সে ধন্দে পড়েছে, মানুষ না নদী, কে জিতবে? আর তখনই মানুষের টেকনিকী জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার পরিণাম স্বরূপ পিছন হতে সন্ধ্যা সাতটার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটাপড়াই তার ভাগ্যলিখন।

আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো গল্পটার নামকরণ যথেষ্ট ব্যঞ্জনাময়। 'বিদ্রোহ' কথাটার মধ্যে দুটো অর্থ নিহিত থাকে। এক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নিময় প্রকাশ। দুই, প্রতিবাদের শেষ পরিণতি অসফলতা। এ প্রসঙ্গে আমরা সিপাহী বিদ্রোহ, নৌ-বিদ্রোহ এই রকম হাজারটা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ টানতে পারি। ব্রিজের ক্ষুদ্র পরিসরের দুকুল ছাপানো নদীর কলেবরকে Procrastean bed এ শোয়ানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নদীর রোষ ও বিদ্রোহ সঙ্গত। সাথে সাথে এটাও অনস্বীকার্য শুধু শিরোনামেই নয়, সমগ্র গল্পটাই বহুমুখী অর্থের ধারক ও বাহক। গল্পের নায়ক রেলের চাকুরীকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে দেশবাড়ি ছাড়ায় এটা প্রমাণিত সামন্ততান্ত্রিক পরিমন্ডল হতে তার নিষ্ক্রমন ঘটেছে। কিন্তু পারিবারিক কর্তব্যবোধে বিবাহ-উত্তর নদেরচাঁদের পত্নীসঙ্গ বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটায় মনে হয় নদেরচাঁদ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা জারিত এবং বর্ষণমুখর বাদল দিনে বিরহী যক্ষের মতো কয়েকপৃষ্ঠা ব্যাপী চিঠি লিখে পত্নীসঙ্গ পিয়াসী হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও সত্যি নদেরচাঁদের পত্নীর চেয়েও নদীর প্রতি বেশি টান ব্যক্ত হওয়ার মধ্যে libido ভিত্তিক ফ্রয়েডিয়ান যে তত্ত্ব তার অযথার্থতাই প্রমাণ হয়েছে। Bronoswski তাঁর, '.Technology of mankind' প্রবন্ধে বলেছেন মানুষ, যার আর এক নাম homo sapiens, তার অন্যান্য জীবন থেকে পার্থক্য এখানেই যে অন্যান্যজীব প্রকৃতির করুণা নির্ভর, আর মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব কায়েমকারী। গল্পের শেষে একটা Paradox নিহিত আছে। নদেরচাঁদের চিন্তায় এমন সন্দেহ উঁকি মেরেছে হয়তো রাগে ফুঁসতে থাকা নদীর ইট, চুন, সুরকির তৈরি ব্রিজটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে মানুষের প্রকৃতিকে বাঁধার চেষ্টার মুখে ঝামা ঘষে দেবে। কিন্তু সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটে আসা ট্রেনেই নদেরচাঁদেদর জীবনান্ত ঘটিয়ে নায়কের যুক্তিজালের যে fallacy তাই আমাদের সামনে প্রকটিত করেছে। মানিকবাবু ছাপমারা কম্যুনিষ্ট না হলেও এটাও বলতে পারতাম খৃষ্ট ধর্মে Infidel বা ইসলাম ধর্মে কাফেরের ওপর সর্বশক্তিমানের চরমশাস্তি নেমে আসার মত নদেরচাঁদের মানুষের টেকনিকি জ্ঞানের ওপর অবিশ্বাস পোষণ করাতেই তার প্রাণহানিরূপ চরমশাস্তি লাভ হয়েছে।

পরিশেষে, শেখভের 'গুসেভ' গল্প সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উল্ফের প্রশস্তিমূলক মন্তব্যের দ্বিরুক্তি করে এ আলোচনার সমাপ্তি ঘটাতে চাই, কারণ এ মন্তব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'নদীর বিদ্রোহ' গল্পপ্রসঙ্গেও সমানভাবে প্রযোজ্য: The emphasis is laid upon such unexpcted plces that at first it seems as if there were to twilight and discern the shapes of things in a room, we see how compact the story is, how profound and how truly in obedience to his vision (Manikckbabu) has chosen this, that and the other end placed them together to compose something no.